দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ OCT. 22 2000
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

# দুর্নীতির আবর্তে সমস্যাজর্জারত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় চরম আর্থিক সঙ্কটে

**মহিউদ্দিন আহমেদ ॥** সমস্যা জর্জরিত নবঘোষিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এখন আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে। আগের প্রশাসনের চরম দুর্নীতির কারণে এই সঙ্কট আরও তীব্র হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় হলেও অর্থের অভাবে শিক্ষক, আবাসিক, পরিবহনসহ অবকাঠামোগত সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না। এমনকি টাকাপয়সার অভাবে শিক্ষকদের পরীক্ষার খাতা দেখার টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেনা পরিশোধ করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। ব্যাংকে চেক নিয়ে গিয়েও কেউ কেউ ঘুরে আসছেন। খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম খান বলেছেন, আগের প্রশাসনের আমলে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি হয়েছে। যার তদন্ত চলছে। তিনি জানান, কয়েক দিন আগে তদন্ত করে তারা আত্মসাত হয়ে যাওয়া এগারো লাখ টাকা উদ্ধার করে। একই সঙ্গে তারা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আশা করি সামনে আরও এ রকম টাকা উদ্ধার করতে পারব।

নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে গত বছর আনুষ্ঠানিকভাবে রাজধানীতে অবস্থিত দেশের প্রাচীনতম জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। আদেশ জারির পর জগন্নাথ কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর আয়েশা শিরিন পদাধিকারবলে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হন। প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই তিনি ক্ষমতার অপব্যবহা করেন। অভিযোগ রয়েছে, জামায়াত ঘেঁষা সাবেক অ

স্ত্রী হওয়ার সুবাদে অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ই তি
ক্ষমতার অপব্যবহার করে যা খুশি তাই শুরু করেন। তি
সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত সাবেক ছাত্রদল নেতা সাগীর
সঙ্গে এক হয়ে জগন্নাথের তিনটি হল বিক্রি করে দে
অভিযোগ ওঠে, এ খাতেই প্রায় এক শ' কোটি ট
আত্মসাত করে তারা। বিক্রি করা হলে এখন জমজ
ব্যবসা। একাধিক সূত্র বলেছে মূলত এই অধ্যক্ষের স
থেকেই প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক সঙ্কটে পড়ে। তাঁর সময়ে
হওয়া দুর্নীতি বিশ্ববিদ্যায় হওয়ার পরও অব্যাহত থা
প্রকল্প পরিচালক থাকার সময়ও তাঁর বিরুদ্ধে আ
দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।

এমনি আর্থিক দৈন্যদশার মধ্যে শুরু হয় বিশ্ববিদ্যাল
কার্যক্রম। গত বছর একনেকে এ খাতে ৩৫ কোটি
অনুমোদন করে। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কাছ থে
বেতন ও সেমিস্টার ফী বাবদ যে টাকা পাওয়া যায় তা
কোনভাবেই ব্যয়ভার মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। নি
বাজেট এখনও ঘোষণা করা হয়নি। এসব সমস্যার কা
প্রতিষ্ঠানটি এখন নানা দৈন্যদশার মধ্যে চলছে। এতে
অনেকে তাদের প্রাপ্য টাকা পাচ্ছেন না। এক শি
প্রতিষ্ঠানে পাওনা টাকা তুলতে চেক নিয়ে ব্যাংকে গে

## দুর্নীতির আবর্তে সমস্যা

(১২-এর পাতার পর)

উপাচার্য বলেছেন, এই ধরনের অভিযোগ তাঁর কাছে যায়নি।

অন্যদিকে সাবেক প্রশাসনের দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে ধীরে ধীরে। প্রতিষ্ঠানের টাকা মেরে কর্মচারীরা পর্যন্ত ঢাকায় বাড়ি-গাড়ি করেছেন। কয়েকদিন আগে বর্তমান প্রশাসন তদন্ত করে আগের আমলে আত্মসাত হওয়া এগারো লাখ টাকা উদ্ধার করেছে। এই অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেরানি বশির আহমেদসহ চারজনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম নিজেই এ কথা স্বীকার করে বলেন, তদন্ত চলছে; আশা করি এরকম আরও টাকা উদ্ধার হবে।

জানা গেছে, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নম্বরপত্র ও সনদপত্র ফী বাবদ ১০ লাখ ৮৮ হাজার ৮শ' ৫০ টাকা আদায় করা হয়। আদায়কৃত এই টাকা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়ার কথা থাকলেও বরখাস্ত হওয়া চার কর্মচারী পুরো টাকা নিজেরাই আত্মসাৎ করে ফেলে। এ রকমভাবে আগের প্রশাসনের আমলে আরও কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এসব দুর্নীতির তদন্ত করছে বর্তমান প্রশাসন।

বর্তমান প্রশাসনের আমলেও ভর্তি ফরম বিক্রি বাবদ এক কোটি ৭৬ লাখ ১২ হাজার দু' শ'. নব্বই টাকা আয় হলেও ৭২ লাখ টাকা খরচ বাবদ বুয়েটকে দেয়া হয়। ভর্তি পরীক্ষার সিট ভাড়া বাবদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আরও দশ লাখ টাকা দেয়া হয়। বাকি টাকার স্বচ্ছ হিসাব না থাকায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

উপাচার্য অবশ্য বলেছেন, আর্থিক সমস্যার চেয়ে ব্যবস্থাপনায় কিছু সমস্যা রয়েছে, যা মিটিয়ে ফেলা হচ্ছে।

এদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনী জটিলতায় শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টিও জটিল হয়ে আছে। আইনটির ৫৬ ধারার ৩ অনুচ্ছেদের ক অংশে বলা হয়েছে, বিলুপ্ত কলেজের শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা কর্মকর্তা হিসেবে আত্তীভূত হবেন না। তবে তাদের বয়স শিথিল ও বেতন সংরক্ষণসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন। আবার বলা হয়েছে, কোন শিক্ষকের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রথম শ্রেণী না থাকলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার যোগ্য হবেন না। অর্থাৎ আইনী মারপ্যাচের কারণে প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারছেন না! এখানে বর্তমানে সাড়ে তিন শতাধিক শিক্ষক রয়েছেন। তাঁরা এখানে শিক্ষক হতে না পারলে তাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ন্যস্ত করার বিষয়টিও একটি জটিল প্রক্রিয়া হবে। এ অবস্থায় নতুন করে এত শিক্ষক নিয়োগ সহ এসব ঝামেলা শেষ না করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ায় এখনও প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের হয়ে উঠছে না। এর